"শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা।
www.forest.pabna.gov.bd

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-০৩ অব ২০২২-২০২৩

তারিখঃ ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ / ২৪ নভেম্বর ২০২২

বিভিন্ন উৎসের বনজদ্রব্য বিক্রয়ের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সামাজিক বন বিভাগ, পাবনার আওতাধীন পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সৃজিত বাগানের খাঁড়া, ঝড়ে পড়া, জব্দকৃত ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসের বিক্রয়যোগ্য বনজদ্রব্য (গাছ/কাঠ/জ্বালানী/বল্লী) দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয়ের নিমিত্ত ট্রেড লাইসেন্সধারী সাধারণ ব্যবসায়ী/যে কোন বন বিভাগ হতে হালনাগদকৃত কাঠের ডিপো লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/বৈধ 'স' মিলের মালিক/বৈধ ফার্ণিচার মার্ট মালিক/সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণ করা উপকারভোগী সদস্যদের নিকট হতে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর সীল মোহরকৃত খামে নির্ধারিত সিডিউল ফরমে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। দরপত্রের শর্তাবলী ও বনজদ্রব্য সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী নিম্নস্বাক্ষরকারীর দপ্তর এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয়, শালগাড়ীয়া/সুজানগর এসএফএনটিসি, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জ/রায়গঞ্জ এসএফএনটিসি, সিরাজগঞ্জ হতে অফিস চলাকালীন সময় (ছুটির দিন ব্যতীত) বিস্তারিত জানা যাবে। দরপত্র দাখিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বনজদ্রব্য সরেজমিন পরিদর্শন করে দরপত্র দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। দরপত্র দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট লট/বনজদ্রব্য সম্পর্কে কোন প্রকার ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

তফসিল

ক্রমিক নং	জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী	জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী
১	সিডিউল/ছকপত্র বিক্রয়ের স্থান	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয়, শালগাড়ীয়া/সুজানগর এসএফএনটিসি, পাবনা এবং সিরাজগঞ্জ/রায়গঞ্জ এসএফএনটিসি, সিরাজগঞ্জ।
২	সিডিউল/ছকপত্র বিক্রয় মূল্য	প্রতিটি লটের জন্য ৪০০.০০ (চারশত) টাকা (অফেরতযোগ্য)।
৩	সিডিউল/ছকপত্র বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	১২/১২/২০২২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে (সরকারী ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত)।
৪	দরপত্র দাখিল/ গ্রহনের স্থান	(১) নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় (২) বন সংরক্ষকের দপ্তর, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া (৩) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ (৪) পুলিশ সুপারের কার্যালয়, পাবনা ও সিরাজগঞ্জে রক্ষিত দরপত্র বাক্সে দরপত্র গ্রহণ করা হবে।
৫	দরপত্র দাখিল/গ্রহনের তারিখ ও সময়	১৩/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
৬	দরপত্র খোলা ও মূল্যায়নের স্থান	বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়, সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা।
৭	দরপত্র খোলা ও মূল্যায়নের তারিখ ও সময়	১৪/১২/২০২২ খ্রি. তারিখ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় উপস্থিত দরপত্রদাতাগণের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকে)
৮	দরপত্র দাতাগণকে দরপত্রের সাথে যে সকল সনদ/কাগজ পত্র দাখিল করতে হবে।	(ক) সিডিউল/ছকপত্র ক্রয়ের মুল রশিদ এর ফটোকপি (ছকপত্র ক্রয়ের রশিদ ইস্যুকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে) (খ) দরপত্রদাতার নিজ নামে স্বাক্ষরযুক্ত ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি (গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)। (গ) জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি (গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত) (ঘ) জমানত বাবদ বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা এর বরাবর লটের উদ্বৃত মূল্যের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) হারে যে কোনো তফসিলী ব্যাংক হতে দরপত্র দাতার নিজ নামে ইস্যুকৃত একটি পিও/ডিডি/এসডিআর দাখিল করতে হবে। (ঙ) এছাড়া দরপত্র দাতা কর্তৃক প্রতিটি লটের বিপরীতে অগ্রিম হিসাবে উদ্বৃত মূল্যের ৪০% (শতকরা চল্লিশ ভাগ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা এর বরাবর যে কোনো তফসিলী ব্যাংক হতে দরপত্র দাতার নিজ নামে ইস্যুকৃত একটি পিও/ডিডি/এসডিআর দাখিল করতে হবে। (চ) ট্রেড লাইসেন্সধারী সাধারণ ব্যবসায়ী/যে কোন বন বিভাগ হতে হালনাগদকৃত কাঠের ডিপো লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/বৈধ 'স' মিলের মালিক/বৈধ ফার্ণিচার মার্ট মালিক/সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণ করা উপকারভোগী সদস্য সম্পর্কিত চুক্তি নামার/লাইসেন্সের ফটোকপি। (গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)
১০	বনজদ্রব্যের অবস্থান/মজুদ স্থল	তফসীলে বনজদ্রব্যের অবস্থান/মজুদ স্থল উল্লেখ রয়েছে।

"বিভিন্ন উৎসের বনজদ্রব্য বিক্রয়ের দরপত্রের শর্তাবলী"

১	ট্রেড লাইসেন্সধারী সাধারণ ব্যবসায়ী/ যে কোন বন বিভাগ হতে হালনাগাদকৃত কাঠের ডিপো লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/ বৈধ 'স' মিলের মালিক/ বৈধ ফার্ণিচার মার্ট মালিক/ সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণ করা উপকারভোগী সদস্য এ দরপত্রে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।
২	দরপত্র দাতাগণকে অবশ্যই নির্ধারিত ছকপত্র ক্রয় করে "বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা " এর বরাবরে সীল মোহরকৃত বন্ধ খামে দরপত্র দাখিল করতে হবে। খামের উপরে বাম পার্শ্বে দরপত্র দাতার পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ডান পার্শ্বে গ্রুপ/ লট নম্বর স্পষ্ট ভাবে লিখতে হবে দরপত্রের ছকপত্রে লটের মোট মূল্য অংকে ও কথায় পৃথক ভাবে স্পষ্টাক্ষরে অবশ্যই লিখতে হবে। কোন প্রকার কাটা-কাটি, উপরিলিখন (Over writing) বা ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না। এরুপ পরিলক্ষিত হলে তার দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

চলমান পাতা-২

৩	দরপত্র দাতাগণকে দরপত্রের সহিত নিম্নোক্ত কাগজ পত্র সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবেঃ	
	(ক)	ছকপত্র ক্রয়ের মুল রশিদ এর ফটো কপি (ছকপত্র ক্রয়ের রশিদ ইস্যুকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে)।
	(খ)	দরপত্র দাতার নিজ নামে স্বাক্ষর যুক্ত ১ (এক) কপি পাস পোর্ট সাইজের রঙিণ ছবি (যা গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে)।
	(গ)	জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটো কপি (যা গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে)।
	(ঘ)	জামানত বাবদ "বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা "এর বরাবর লটের উদ্ধৃত মুল্যের ১০% (শত করা দশ ভাগ) হারে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে দরপত্র দাতার নিজ নামে ইস্যুকৃত একটি পিও/ ডিডি/ এসডিআর দাখিল করতে হবে।
	ঙ)	এছাড়া দরপত্র দাতা কর্তৃক প্রতিটি লটের বিপরীতে অগ্রিম হিসাবে উদ্বৃত মুল্যের ৪০% (শতকরা চল্লিশ ভাগ) "বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা " এর বরাবর যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে দরপত্র দাতার নিজ নামেই স্যুকৃত একটি পিও/ ডিডি/ এসডিআর দাখিল করতে হবে।
	চ)	ট্রেড লাইসেন্সধারী সাধারণ ব্যবসায়ী/ যে কোন বন বিভাগ হতে হাল নাগাদকৃত কাঠের ডিপো লাইসেন্সধারী ব্যক্তি/ বৈধ 'স' মিলের মালিক/ বৈধ ফার্ণিচার মার্টমালিক /সংশ্লিষ্ট বন বিভাগে সামাজিক বনায়নে অংশ গ্রহণকরা উপকারভোগী সদস্য সম্পর্কিত চুক্তি নামার/ লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটো কপি (যা গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে)।
৪	দরপত্রের ছকপত্র প্রতিটি লটের জন্য ৪০০/-(চারশত) টাকা (অফেরত যোগ্য) মুল্যে সামাজিক বন বিভাগ, পাবানার আওতাধীন সকল রেঞ্জ কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কার্যালয় হতে অফিস চলাকালীন সময়ে (সরকারী ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত) ক্রয় করতে পারবেন।	
৫	প্রত্যেক লটের জন্য জামানত লটের উদ্ধৃত মুল্যের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) ও অগ্রিম লটের উদ্ধৃত মুল্যের ৪০% (শতকরা চল্লিশ ভাগ) আলাদা আলাদা পিও/ ডিডি/ এসডিআর দাখিল করতে হবে। এক লটের পিও/ ডিডি/ এসডিআর অন্য লটের জন্য প্রযোজ্য হবে না। জামানতের উদ্ধৃত মুল্যের ১০% (শতকরা দশ ভাগ) ও অগ্রিম উদ্ধৃত মুল্যের ৪০% (শতকরা চল্লিশ ভাগ) টাকার আলাদা আলাদা পিও / ডিডি/ এসডিআর ব্যতীত কোন দরপত্র গৃহীত হবে না।	
৬	জামানত ও অগ্রিম অর্থ কোন অবস্থাতেই নগদ অথবা চেকের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে না। অকৃতকার্য দরপত্র দাতার ১০% জামানত ও ৪০% অগ্রিম অর্থ দরপত্র দাতাগণের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে দরপত্র খোলার ১০ (দশ) কার্যদিবস পর অবমুক্ত করা হবে।	
৭	দরপত্র দাতাগণ দরপত্র দাখিলের পূর্বে অবশ্যই লটের বনজদ্রব্য সমুহ সরেজমিনে দেখে নিবেন। দরপত্র দাখিলের পর তা বনজদ্রব্য কম/ নষ্টের অযুহাতে প্রত্যাহার করা যাবে না। দাখিলকৃত দরপত্র প্রত্যাহার করলে অথবা দরপত্র গৃহিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট লটের গাছ/ কাঠমরা, পঁচা, ঢোড় বা অন্য কোন ওজর আপত্তি উত্থাপন পূর্ব কলটের মুল্য পরিশোধ পত্রগ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তার বায়নার টাকা সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এতে দরপত্র দাতার কোন দাবী গ্রহণ যোগ্য হবে না।	
৮	কৃতকার্য দরপত্র দাতার অগ্রিম ও জামানতের পিও/ ডিডি/ এসডিআর এর টাকা কোন অবস্থাতেই দরপত্রের মুল্যের সহিত সমন্বয় করা হবে না।	
৯	কোন দরপত্র দাতা কর্তৃক দরপত্রের সহিত দাখিলকৃত অগ্রিম ও জামানতের পিও/ ডিডি/ এসডিআর ভুয়া প্রমাণিত হলে বা দরপত্রের সহিত কোন রকম ভুয়া বা মিথ্যা সনদ পত্র/ কাগজ-পত্র/ তথ্য দাখিল করলে বা কোন প্রকার জাল-জালিয়াতি/ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহ কালোতালিকা ভুক্ত করা হবে।	
১০	একটি লটের বনজদ্রব্য একাধিক দরপত্র দাতার নিকট বিক্রয় করা হবে না। তবে এক জন দরপত্র দাতা একাধিক লটের ছকপত্র ক্রয় এবং দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। প্রতিটি লটের জন্য প্রয়োজনীয় রেকর্ড পত্রসহ পৃথক-পৃথক খামে পূর্ণাঙ্গ দরপত্র দাখিল করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র গ্রহণ যোগ্য হবে না। একটি লটের বিপরীতে সম মুল্যের একাধিক দরপত্র পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দরপত্র দাতাগণের উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে কৃতকার্য দরপত্র দাতা নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার জটিলতা দেখা দিলে নিম্নস্বাক্ষরকারী সকল দরপত্র বাতিল করতে পারবেন।	
১১	যার নামে ইতো পূর্বে এ বন বিভাগের বকেয়া বাবদ কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন পাওনা আছে অথবা যে ব্যক্তি এ বন বিভাগ হতে ইতো পূর্বে লট ক্রয় করে লটের মুল্য পরিশোধ পত্র পেয়ে লটের মুল্য পরিশোধ করেন নি, সে ব্যক্তি নিজ নামে/ অন্য নামে দরপত্রে অংশ গ্রহণ করলে তার দরপত্র গ্রহণ করা হবে না এবং সরাসরি দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।	
১২	কৃতকার্য দরপত্র দাতার দর পত্র গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে দরপত্র দাতা গ্রুপ/লট ভিত্তিক সমুদয় মুল্য একযোগে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। গ্রুপ/ লট ভিত্তিক গ্রুপ/ লটের সমুদয় মুল্যের সাথে গ্রুপ/ লটের উদ্ধৃত মুল্যের শত করা ১০% হারে আয়কর ও ৭.৫০% হারে ভ্যাট নগদ জমা প্রদান পূর্বক রসিদ গ্রহণ করবেন। অধিকন্তু সরকার কর্তৃকবিভিন্ন সময়ে যদি আয়কর ও ভ্যাট পুনঃনির্ধারন করা হয় সেই ক্ষেত্রে পুনঃ নির্ধারিত হারে আয়কর, ভ্যাট সহ অন্যান ফি প্রদান করতে হবে।	
১৩	কৃতকার্য দরপত্র দাতা কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ ফরেস্টার/ বিট কর্মকর্তাকে গাছ কর্তন/ আহরণের বিষয়টি অবহিত করে লটের গাছ/ কাঠ, কর্তন/ অপসারণের কাজ শুরুক রবেন।	
১৪	নিম্নস্বাক্ষরকারী ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র দাতাগণ কে তাদের দর পত্র গ্রহণের পর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লটের মুল্য আয়কর, ভ্যাট পরিশোধ পূর্বক ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি পত্র সম্পাদন করে কার্যাদেশ পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে লিখিত আবেদন করতে হবে। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে গ্রুপ/ লটের উদ্ধৃত মুল্য, আয়কর, ভ্যাট জমা প্রদান ও চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে দরপত্র আহবানকারী সংশ্লিষ্ট দরপত্র দাতার সমুদয় ১০% জামানত সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত ও দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল করতে পারবেন এবং পুনরায় উক্ত গ্রুপ ভিত্তিক লট/ লট পুনঃ টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে। এক্ষেত্রে গ্রুপ ভিত্তিক লটের লট ক্রেতার কোন দাবী গ্রহণ যোগ্য হবে না।	

চলমান পাতা-৩

১৫	খাড়া গাছের লটের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে লটের মূল্য আয়কর, ভ্যাট পরিশোধ এর পত্র জারীর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ না করে কার্যাদেশ না নিলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্ত লট বিক্রয় আদেশ বাতিল করতে পারবেন। জামানতের ১০% টাকা বাজেয়াপ্ত করতঃ লট পুনরায় বিক্রি করতে পারবেন। এ ব্যাপারে কারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণ যোগ্য হবে না। পুনরায় বিক্রিত লটের ক্ষেত্রে বিক্রিত গ্রুপ ভিত্তিক লট/ লটে উদ্ধৃত দর কম হলে অবশিষ্ট টাকার জন্য সরকারী দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ (PDR)অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা করা হবে। এ বিষয়ে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য যে, দরপত্রের সাথে লট ক্রেতা কর্তৃক জমাকৃত ৪০% অগ্রিম অর্থ থেকে পরবর্তীতে বিক্রিত উদ্ধৃত দর কম হলে পূর্বে বিক্রিত দরের সাথে সমন্বয় করা হবে এবং অতিরিক্ত অর্থ (যদি থাকে) সরকারের অনুকূলে রাজস্ব হিসেবে জমা করা হবে।
১৬	দরপত্র দাতাগণকে তাদের দরপত্র গ্রহণের পর ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লটের মূল্য আয়কর, ভ্যাট পরিশোধ না করলে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ৭ (সাত) দিনের পর ১ (এক) মাস এর মধ্যে টাকা জমা প্রদান করলে লটের মূল্যের ১% হারে এবং ২য় মাসের মধ্যে টাকা জমা প্রদান করলে ২% হারে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে যা আদায় পূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে। অনুমোদিত তারিখের পর ২ (দুই) মাস অতিক্রান্ত হলে লট বাতিল পূর্বক বকেয়া দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করা যাবে। তবে এতদবিষয়ে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৭	কৃতকার্য দরপত্র দাতাকে গাছ কাটার অনুমতি প্রদানের সাথে সাথে গাছ কাটা (গাছ এর মোথা ৩" - ৬" কান্ডসহ মাটিতে অবশ্যই রেখে) শুরু করে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে গাছ কাটার কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং কর্তিত গাছ/ বনজ দ্রব্যে বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী দেয়ার পর সমুদয় গাছ/ বনজ দ্রব্য পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে অপসারণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই চিহ্নিত মা গাছ এবং মার্কা বিহীন অন্য কোন গাছ/ বনজ দ্রব্য (যদি থাকে) কর্তন বা অপসারণ করা যাবে না।
১৮	কৃতকার্য দরপত্র দাতা তার ক্রয়কৃত লটের গাছ কেটে লিখিত ভাবে বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী চিহ্নের জন্য আবেদন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। অন্যান্য বনজ দ্রব্যের ক্ষেত্রেও লিখিত ভাবে বিক্রয় মার্কা হাতুড়ীর ছাপ প্রদানের জন্য আবেদন করতে হবে।
১৯	কাঠের দুই মাথায় স্থানীয় রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা সুস্পষ্ট বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী (সেল মার্কিং হ্যামার) চিহ্ন দেয়া হবে। বিক্রয় মার্কা হাতুড়ীর চিহ্ন দেয়ার পূর্বে কোন কাঠ সরানো যাবে না বা চিরাই করা যাবে না। এরুপ করলে তা বন অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। কোন অবস্থাতেই কর্তিত গাছের মোথা অপসারণ করা যাবে না। সকল উৎসের বনজদ্রব্যের ক্ষেত্রেই বিক্রয় মার্কা হাতুড়ী গ্রহণ করতে হবে।
২০	লট হতে কাঠ বাহির করে/ সকল উৎসের বনজদ্রব্য গন্তব্য স্থানে নেয়ার জন্য দরপত্রে প্রাপ্ত দরপত্র দাতাগণ কাঠের পরিমাণ উল্লেখ করে বনজদ্রব্য পরিবহন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১১ অনুসারে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে বরাবর করে চলাচল (টি.পি) পাশের জন্য সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করবেন এবং শুধু মাত্র টি.পি গ্রহণ করে বনজদ্রব্য স্থানান্তর করতে পারবেন। ব্যতি ক্রমকারী ক্রেতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। লটের ভিতর কোন মার্কা বিহীন খাড়া গাছ থাকলে তা সরকারী সম্পদ বলে গণ্য হবে এবং মা গাছ হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে।
২১	কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণকে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে লটের গাছ কাটার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। যদি অসতর্কতার দরুন মার্কাকৃত গাছ কাটার সময় যদি পাশের কোন গাছ/ ঘর-বাড়ি ক্ষতি গ্রস্থ/ বিনষ্ট হয় তাহলে বিনষ্ট গাছের ও ঘর-বাড়ীর মূল্য বাজার দরের দেড় গুণ হারে কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণের নিকট হতে আদায় করা হবে। গাছ কাটার সময় যান বাহন, বৈদ্যুতিক তার, মাটির উপরে ও নীচে টেলিফোনের তার ও সড়কের কোন ক্ষতি সাধিত হলে সংশ্লিষ্ট লট ক্রেতা দায়ী থাকবেন এবং ক্ষতি পূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় জামানতের টাকা হতে ক্ষতি পুরণের টাকা কর্তনপূর্বক আদায় করা হবে।
২২	কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণ লট হতে বনজদ্রব্য পরিবহন করার সময় বন বিভাগের কর্মকর্তা/ ফরেস্ট রেঞ্জার/ ডেপুটি রেঞ্জার/ ফরেস্টার/ বন প্রহরী যে কোন স্থানে বনজদ্রব্যের বৈধতা পরীক্ষা করার জন্য পরিবহনকারী যানবাহন থামিয়ে চেক করতে পারবেন। এতে কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণের কোন প্রকার ওজর আপত্তি গ্রহণ যোগ্য হবে না।
২৩	সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্থ পর্যন্ত অর্থাৎ রাত্রিকালীন সময়ে কোন প্রকার বনজদ্রব্য লট হতে গাছ কর্তন/ স্থানান্তর করা যাবে না।
২৪	কৃতকার্য দরপত্র দাতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লটের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে কোন প্রকার কারণ না দর্শায়েই বিভাগীয় বন কর্মকর্তা উক্ত লটের বনজদ্রব্য পুনরায় দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রয় করতে পারবেন। পুনঃ বিক্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হলে ১ম বারের কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণের অগ্রিম অর্থ হতে উক্ত ক্ষতির অর্থ কর্তন করা হবে। যদি ক্ষতিরপরিমাণ অগ্রিম টাকার অধিক হয়, তবে বাদ-বাকী টাকা লট ক্রেতা বিভাগীয় বন কর্মকর্তার বরাবরে জমা দিতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণের নিকট বন বিভাগের প্রাপ্য উক্ত বকেয়াটাকা ''পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী এ্যাক্ট'' ১৯১৩ অনুযায়ী সার্টিফিকেট মোকদ্দমা দায়ের করে আদায় করা হবে।
২৫	দরপত্র নোটিশ জারীর পর কোন রুপ মুদ্রন জনিত কারণে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা তা সংশোধন করতে পারবেন। দরপত্র খোলার সময় বা পূর্বে লটের তালিকায় ভুল থাকলে তা সংশোধন/ সংযোজন করতে পারবেন। প্রয়োজন বোধে দরপত্র গ্রহণের পূর্বে লট এর পরিবর্তন করতে পারবেন এবং কোন লটের বনজদ্রব্য দরপত্রের তালিকা হতে বাদ দিতে বা নতুন লট/ বনজদ্রব্য তালিকাভূক্ত করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার সংশোধিত সিদ্ধান্তই সঠিক ও চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এছাড়া লটের মূল্য পরিশোধ সংক্রান্ত পত্রে কোন ভুল-ত্রুটি হলে তাদরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা সংশোধন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।
২৬	লটের কাজ সম্পন্ন হলে কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণ সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে কার্য সমাপ্তি প্রতিবেদন (Completion Report) দাখিল করবেন। রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণের নিকট হতে কার্য সমাপ্তি প্রতিবেদন পাওয়ার পর কৃতকার্য দরপত্র দাতা বা প্রতিনিধির উপস্থিতিতে লট সরেজমিনে পরিদর্শণ করতঃ লটের বিক্রয় তালিকাবহির্ভূত ক্রমিক নম্বর বিহীন কোন গাছ বা মা গাছ কর্তন করা হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে এরুপ গাছের বিবরণ, গাছ হতে প্রাপ্ত বনজদ্রব্যের আনুমানিক পরিমাণসহ অন্যান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করতঃ কার্যসমাপ্তি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সহকারী বন সংরক্ষক এর মাধ্যমে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে। কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট দাখিল না করা পর্যন্ত জামানতের টাকার পিও/ ডিডি/ এসডিআর অবমুক্ত করা হবে না। লটের কাজ শেষ হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যেকার্য সমাপ্তির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

চলমান পাতা-৪

২৭	কৃতকার্যদর পত্রদাতাগণ কোন অবস্থাতেই মার্কা বিহীন অথবা বিক্রয় তালিকা বহির্ভূত অথবা কোন সংস্থা বা ব্যক্তির কোন গাছ কর্তন করতে পারবেন না। উক্ত শর্তাবলী ভঙ্গকারী কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণের নিকট হতে দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা কর্তিত গাছের বাজার মূল্যের ০৩ (তিন) গুণ অর্থ ক্ষতি পূরণ হিসেবে আদায় করতে পারবেন। ক্ষতি পূরণ আদায় সম্ভব না হলে "পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি এ্যাক্ট-১৯১৩" অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করার মাধ্যমে আদায় করা হবে।
২৮	বিক্রিত লটের পার্শ্ব বর্তী ১ (এক) কিলো মিটারের মধ্যে অবিক্রিত বাগানের যদি কোন বনজ দ্রব্য চুরি হয় তবে কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণকে তৎক্ষণাৎ নিকট বর্তী বন কার্যালয়ে লিখিত ভাবে জানাতে হবে। অন্যথায় এ জন্য সংশ্লিষ্ট কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণকে দায়ী করা হতে পারে এবং উক্ত ক্ষতির জন্য কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।
২৯	দরপত্র খোলার দিন হতে বিক্রিত লটের বনজদ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতের পূর্ণ দায়-দায়িত্ব কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণের উপর থাকবে। যদি কোন দৈব-দূর্বিপাকে, ঝড়-তুফানে, বন্যায় বা আগুনে পুড়ে, চুরি হয়ে যায় ইত্যাদি সংক্রান্ত কারণে কোন লটের বনজদ্রব্যের কোন ক্ষতি হয় তার জন্য সরকারকে বা নিম্নস্বাক্ষরকারীকে দায়ী করা যাবে না।
৩০	কোন দরপত্র দাতার নিকট পূর্বের কোন লটের টাকা অনাদায়ী থাকলে সে ক্ষেত্রে কর্তনকৃত লটের জামানত অবমুক্ত করা বা না করা দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তার এখতিয়ার ভুক্ত।
৩১	সর্বোচ্চ বা যে কোন দরপত্র গ্রহণ করার বা না করার ক্ষমতা দরপত্রক মিটির বিবেচনা সাপেক্ষ্য। এতদ্ব্যাপারে দরপত্র কমিটি কাহারো নিকট কোন কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।
৩২	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার উর্দ্ধের দর পত্র উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রহণ করা হবে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন পাওয়ার পর লটের মূল্য পরিশোধ নোটিশ দেয়া হবে।
৩৩	দরপত্র নোটিশে শর্ত হিসেবে যা উল্লেখ থাকুক না কেন দরপত্র দাতাগণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রচলিতআইন-কানুনের আওতা ভুক্ত থাকবে এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তির শর্তসমূহ চুক্তিপত্রের শর্ত বলে গণ্য হবে।
৩৪	দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দরপত্র প্রদান বা গ্রহণের সময় অফিস প্রাঙ্গনে সন্ত্রাসী মুলক আচরণ, বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ, উত্তেজনা, ত্রাস সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালান বা ভয়-ভীতি প্রদর্শণের মাধ্যমে দরপত্র দাখিলে বাঁধা প্রদান করেন, তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এরুপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত দরপত্র বাতিল করা হবে।
৩৫	বনজদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য তফসীলে বর্ণিত তারিখ ও সময় সূচী সংশোধন করা বা স্থগিত করা যাবে। এতদ্ব্যাপারে দরপত্র আহবানকারী কর্মকর্তা কাহারো নিকট কোন কারণ দর্শাইতে বাধ্য থাকবেন না।
৩৬	বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে কৃতকার্য দরপত্র দাতাগণ তার পক্ষে কাজ পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারবেন না। কৃতকার্য দরপত্র দাতার প্রতিনিধি ও দিন মজুরদের পূর্ণ বিবরণ স্থানীয় রেঞ্জ কর্মকর্তা/ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করে লটের কাজ করার জন্য অনুমতি গ্রহণ করবেন। তার নিযুক্ত প্রতিনিধি অথবা দিন মজুরগণ যদি কোন বে-আইনী কাজ করেন তজ্জন্য কৃতকার্য দরপত্র দাতা সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী থাকবেন এবং তার/ উভয়ের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৩৭	দরপত্র কমিটি কোন কারণদর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন দরপত্র/ সকল দরপত্র বাতিল, স্থগিত এবং সংশোধন এবং আংশিক সংশোধন/ পরিবর্তন/ আংশিকপরিবর্তন/ পরিবর্ধন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। এ ব্যাপারে দরপত্র কমিটি কাহারো নিকট কারণ দর্শাইতে বাধ্য নহেন।
৩৮	কৃতকার্য দরপত্র দাতা লটের গাছকর্তনের পর গাছের লগ ও ডাল-পালা ফেলে যান চলাচল বা মনুষ্য চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। গাছ কাটার সাথেসাথে বিধি মোতাবেক তা অপসারণ করতে হবে।
৩৯	দরপত্র সম্পর্কে উদ্ভুত কোনআপত্তি থাকলে বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়ার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২৪/১০/2022

(কাশ্যপী বিকাশ চন্দ্র)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা।
ফোন : ০২৫৮৮৮০৫১৯৯ (অফিস)
ই-মেইল : sfd.pabna@gmail.com

২৪.১০.২২

তারিখঃ ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯
২৪ নভেম্বর ২০২২

স্মারক নং-২২.০১.০০০০.২৩৩.১৭.০০৭.২২.১২৪২

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নবর্ণিত মহলে প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১. প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
২. উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, সামাজিক বনায়ন উইং, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
৪. বন সংরক্ষক, সামাজিক বন অঞ্চল, বগুড়া ।
৫. সকল বন সংরক্ষক/পরিচালক, বন মহাবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম/পরিচালক, এফডিটিসি, কাপ্তাই।
৬. জেলা প্রশাসক, পাবনা/সিরাজগঞ্জ ও সভাপতি জেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি।
৭. পুলিশ সুপার, পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
৯. সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (সকল)..... ।
১১. পরিচালক, বাংলাদেশ বন বিদ্যালয়, সিলেট/রাজশাহী।
১২. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
১৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পাবনা।
১৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
১৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
১৬. বিভাগীয় প্রকৌশলী-২, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী, পাবনা।
১৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
১৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।
১৯. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা।
২০. উপসহকারী প্রকৌশলী (এস্টেট), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, বঙ্গবন্ধু সেতু সাইট অফিস, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার(সকল) ....., পাবনা/সিরাজগঞ্জ জেলা ।
২২. জেলা শিক্ষা অফিসার, পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
২৩. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
২৪. জেলা এডজুটেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
২৫. সভাপতি, চেম্বার অব কমার্স, পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
২৬. সভাপতি, প্রেস ক্লাব, পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
২৭. সহকারী বন সংরক্ষক, পাবনা/সিরাজগঞ্জ।
২৮. ভারপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তা, শালগাড়ীয়া/সুজানগর/সিরাজগঞ্জ ও রায়গঞ্জ এসএফএনটিসি। তাকে তার এলাকায় মাইকিং ও ঢোল সহরত করে এ বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
২৯. বন কর্মকর্তা, সকল এসএফপিসি, সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা ।
৩০. জনাব/মেসার্স ..... লটক্রেতা.....
৩১. অত্র সামাজিক বন বিভাগের ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখা সহকারীকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।
৩২. অফিস নোটিশ বোর্ড।

২৪/১১/২০২২
(কাশ্যপী বিকাশ চন্দ্র)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সামাজিক বন বিভাগ, পাবনা।

২৪.১১.২২